Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ৫০ নয়া পয়সা। ২৲ দুই টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা ২৫ নয়া পয়সা

নগদ মূল্য ছয় নয়া পয়সা

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৪৬শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—৩রা কার্ত্তিক বুধবার ১৩৬৬ ইংরাজী 21st Oct. 1959 { ২৩শ সংখ্যা

মনোমত

সুন্দর, সস্তা আর মজবুত জিনিষ যদি চান তা হ'লে

আরতির

"রাণী রাসমণি"

শাড়ী ও ধুতি কিনুন।

কাপড়কে সব দিক থেকে আপনাদের পছন্দমত করার সকল যত্ন সত্ত্বেও যদি কোন ত্রুটি থাকে, তাহ'লে দয়া ক'রে জানাবেন, বাধিত হ'ব এবং ত্রুটি সংশোধন করবো।

আরতি কটন মিলস্ লিঃ

দাশনগর, হাওড়া।

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৩রা কার্ত্তিক বুধবার সন ১৩৬৬ সাল।

চোর পালালে ঘরে তালা দীপ নিবালে তেল ঢালা

—০—

এই পল্লী-প্রবাদের সমর্থক একটি অতি প্রাচীন সংস্কৃত শ্লোক আছে।

শ্লোকটি—

"নির্ব্বাণ দীপে কিমু তৈল দানং
চৌরে গতে বা কিমুতাবধানম্।
বয়ো গতে কিং বনিতা বিলাসঃ
পয়ো গতে কিং খলু সেতুবন্ধঃ॥"

বঙ্গানুবাদ

প্রদীপ নিবিলে কিবা ফল তৈল দানে?
চোর পলাইলে কিবা ফল অবধানে?
বয়স কাটিয়া গেলে ভার্য্যায় কি ফল?
বাঁধ বেঁধে কিবা ফল বাহিরিলে জল?

বন্যায় হতভাগ্য পশ্চিম বঙ্গের সর্ব্বনাশ হওয়ার পর শাসককুলের ক্ষুদ্র হইতে বৃহত্তম পদাধিকারীর কর্ম্মতৎপরতা দেখিয়া উপরের শ্লোকমালার কথা মনে পড়িয়া পাঠকগণকে শোনাইতে ইচ্ছা হইল। দেশে স্বাধীনতা আমদানী হওয়ার পর সরকারের উঁচু দিক হইতে তিনবার আহ্বান আমরা শুনিয়াছি—

প্রথম আহ্বান

১৯৪৭ অব্দের ১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়। ১৯৪৮ অব্দের ৩০শে জানুয়ারী অর্থাৎ ৫ মাস ১৫ দিন পর গান্ধিজি আততায়ী হস্তে নিহত হন। তখন প্রথমবার প্রত্যেককে তাঁহার ১০ দিনের উপার্জ্জন স্বর্গত গান্ধিজীর নামীয় ফাণ্ডে জমা দিবার জন্য আহ্বান করা হয়। জঙ্গিপুর মিউনিসিপাল কেন্দ্র হইতে নির্ব্বাচিত আইন সভার সভ্য শ্রীসতীশ-চন্দ্র চক্রবর্ত্তী আমাদের উক্ত ফাণ্ডে টাকা জমা দিবার জন্য অনুরোধ করেন তখন আমাদের কাগজের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীশরৎচন্দ্র পণ্ডিত তাঁহাকে স্বর্গীয় কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের হাসির গানের একাংশ গাইয়া সতীশ বাবুকে শুনাইয়া বলিলেন—

"খোলহ ফণ্ড হবে না পণ্ড
করো না ভয় কি ভাবনা।
গুরুর কৃপায় দশজনে খায়
আমরাই কেন খাব না?"

সতীশ বাবু—আরে দাদা, তা হবে না, হবে না, হবে না। তুমি কলকাতা গিয়ে আমার হাতে দিয়ে আমার সঙ্গে লাট সাহেবের বাড়ীর কাছে কাউন্সিল হাউসে গিয়ে দেখবে—এক তলায় এর জন্য অফিস খোলা হয়েছে। তোমাকে সঙ্গে সঙ্গে ছাপা রসিদ দেওয়া হবে।

শরৎ পণ্ডিত—আচ্ছা, তাই দেখবো। তিলক স্বরাজ ফণ্ড হ'তে স্থানে স্থানে মিটিঙে আমাদের চক্ষের সামনে নগদ টাকা কত গয়না নেওয়া দেখেছি। কাউকে কেউ রসিদ দিয়েছে তা দেখিনি। এবার নিজে রসিদ নিয়ে টাকা দিয়ে ঠকে দেখবো সতীশ দা'।

সতীশ বাবু—এ ফাণ্ডে যে দেশের ফাণ্ড সে দেশের কত ভাল কাজ হয় দেখবে। পশ্চিম বাংলা যে টাকা দিবে তা এখানেই দেশের কাজে লাগান হবে।

জঙ্গিপুরের নির্ব্বাচিত সদস্য যা বলিলেন বিশ্বাস ক'রে শরৎচন্দ্র পণ্ডিত কলকাতা গিয়ে ২ খানা রসিদ নিয়ে ২৫৲ টাকা প্রেসের বাবদে এবং ২৫৲ কাগজের বাবদে জমা দিয়ে এলেন। যে ফাণ্ড তৈরী হলো তাতে দেশের কাজ কি হ'য়েছে শোনা যায় নি। মনে হয় আমরা ৫০৲ আক্কেল সেলামি দিয়েছি।

দ্বিতীয় আহ্বান

পাকীস্তানের হিন্দু অধিবাসীরা ভারতের শরিয়তী সরিক মোসলেম লীগের স্বাধীনতার সোহাগ সহ্য করিতে না পেরে দলে দলে যখন সাত পুরুষের বাস্তুভিটা ত্যাগ করতে বাধ্য হয়ে কলকাতা শিয়ালদহ ষ্টেশনে উদ্বাস্তু নামে নূতন আখ্যা গ্রহণ ক'রে ভিড় জমাতে আরম্ভ করিল, তখন পশ্চিম বাংলার রাজ্যপাল ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়ের করুণ হৃদয় বিগলিত হইয়া উঠিল। তিনি সংবাদ-পত্রে নিবেদন করিলেন যদি কেহ এই সব ছিন্নমুল সর্ব্বহারা ভাগ্যহীন উদ্বাস্তুদের সাহায্যের জন্য অতি সামান্য কিঞ্চিৎ দান করেন তবু তিনি দু'হাত পাতিয়া কৃতজ্ঞচিত্তে তাহা গ্রহণ করিবেন। এই আবেদন সংবাদপত্রে বাহির হওয়ার পর একটি গরীব বালক তাহার জলখাবার পয়সা না খাইয়া ১৲ এক টাকা গবর্ণরের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছে। এ সংবাদ কাগজে বাহির হওয়ার পর অনেকে রাজ্যপালকে সামান্য সামান্য অর্থ দিতে লাগিলেন। এই সময়ে আমরা (জঙ্গিপুর সংবাদের বর্ত্তমান কর্ম্মকর্ত্তারা) কলিকাতায় শ্রীশরৎ পণ্ডিত মহাশয়কে জানাইলাম। তিনি রাজ্যপালের সতীর্থ প্রবীণ সাংবাদিক শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের সঙ্গে গিয়া রাজ্যপালকে যাহা তাঁহার কাছে ছিল তাহা দিয়া বলিয়া আসিলেন—যখন যে পরিমাণ টাকা দিতে পারিব আপনার কাছে পাঠাইয়া দিব কিংবা নিজে আসিয়া দিয়া গেলে মনি অর্ডার খরচ লাগিবে না। রাজ্যপাল ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় গান্ধিজী যে বলিয়াছিলেন গরীব ভারতের কোনও রাজ কর্ম্মচারী যেন মাসে ৫০০৲ টাকার বেশী বেতন না লন এই তাঁহার কামনা। বোধ হয় গান্ধিজীর অনুরাগী ভক্তগণের মধ্যে একা রাজ্যপাল ডাঃ মুখার্জি ছাড়া অন্য কেহ গান্ধিজীর এ ইচ্ছা পূর্ণ করিয়াছেন বলিয়া আমাদের জানা নাই। রাজ্যপালের মাসিক বেতন সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা তিনি মাসিক ৫০০৲ টাকার বেশী গ্রহণ করিতেন না। এই কথা দেশে প্রায় অনেকেই জানেন তজ্জন্য তাঁহার হাতে উদ্বাস্তুদের সাহায্য দিতে কেহই ইতস্ততঃ করেন নাই। আমরাও মাস মাস যাহা পারিতাম তাহা দিয়া দুই চারি দিনের মধ্যেই প্রদত্ত টাকার রসিদ ডাকযোগে পাইতাম তা ছাড়া রাজ্যপাল মুখেও বলিতেন যাঁর কোনও সন্দেহ হয় তিনি যখন ইচ্ছা হিসাব দেখিতে পারেন।

কিছুদিন উদ্বাস্তু ফাণ্ডে টাকা দেওয়ার পর তিনি (রাজ্যপাল) মৌখিক বলেন সরকার এখন উদ্বাস্তুদের জন্য ব্যবস্থা করিতেছেন যদি আপনার কোন আপত্তি না থাকে তবে এবার হ'তে আপনার টাকা দারজিলিঙের দেশবন্ধুর নামে যে আরোগ্যতর

যক্ষ্মা হাসপাতাল হইতেছে সেই ফাণ্ডে গ্রহণ করি। আমরা তাতেই সম্মত হই। তিনি বোধ হয় শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র বাবুর নিকট শুনিয়াছিলেন যে পণ্ডিত মহাশয়ের পুত্রবধূ হাসপাতালে চিকিৎসাধীনে আছে। তিনি পণ্ডিত মহাশয়কে বলেন আমায় এখন টাকা দিলেও লইব না। ওটা "চ্যারিটি বিগিনস্ য়্যাট হোম" করিলেই আমার লওয়া হইল জানিবেন। তার অল্প দিনের মধ্যে তিনি কাম্য-ধামে চলিয়া গেলেন।

সরকারী তৃতীয় আহ্বান

সম্প্রতি সর্ব্বনাশিনী বন্যায় পশ্চিম বাংলার যে দশা হইয়াছে, বন্যা দুর্গত জনগণের সাহায্যার্থ পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় রাজ্যপাল ডাঃ মুখার্জ্জির মত যত সামান্যই হউক না কেন সাহায্য পাঠাইতে সাধারণকে অনুরোধ করিয়াছেন।

কাশীপুরের ভবঘুরে দীন দুঃখীরা যে তাঁহাদের রেশন হইতে বাঁচাইয়া ৪০৲ টাকা বন্যার্ত্তের সাহায্য মুখ্যমন্ত্রীর হাতে দিয়া আসিয়াছেন বলিয়া আনন্দসহ সদুদাহরণ দিয়াছেন। আমরা তাঁহার এই সদিচ্ছার জন্য ধন্যবাদ প্রকাশ করিয়া মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়কে জানাইতেছি—আমরা শ্রীশরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদা ঠাকুর) রচিত রস-রচনা যাহা প্রতিটি তিন নয়া পয়সা হইতে আরম্ভ করিয়া ১০ নয়া পয়সায় বিক্রয় করিয়া মুদ্রণ ব্যয় বাদে লভ্যাংশ সমস্তই দাতব্য তহবিলে দিবার ব্যবস্থা করিতেছি। ব্যক্তিগতভাবে কাহারও বিরক্তি উৎপাদন (যেমন টিনের কৌটায় পয়সা পুরিয়া লোকের সামনে গিয়া ঝনাক্ ঝনাক্ শব্দ দ্বারা) করা না হয়। গান বা কবিতার বিনিময়ে সাহায্য লওয়া হইবে। যে যে মিউনিসি-পাল সহরে বিক্রয় করা হইবে সেই সেই অফিসের আইন অনুসারে ফেরিওয়ালার (হকারের) লাইসেন্স লইয়া গান গাইয়া বা কবিতা আবৃত্তি করিয়া বিক্রয় করা হইবে। কাগজ ও ছাপার খরচা ও রাহা খরচ বাদ দিয়া যাহা লাভ থাকিবে তাহা সমস্ত আজীবন পশ্চিম বাংলার দুর্দ্দিনে বিতরণ করিবার জন্য শ্রীশরৎচন্দ্র পণ্ডিত তাঁহার পুত্রদ্বয়কে নির্দেশ দিয়াছেন।

বন্যাত্রাণ ভাণ্ডারে দান

সর্ব্বপ্রকার সাহায্যের জন্য রাজ্যপালের আবেদন

পশ্চিম বঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু বন্যাক্রান্ত জনগণের সাহায্যকার্য্যে আগাইয়া আসিবার জন্য রাজ্যের জনগণের নিকট বিশেষতঃ তরুণ তরুণীদের নিকট আবেদন করিয়াছেন।

গত ১৯শে অক্টোবর সন্ধ্যায় দক্ষিণ কলিকাতায় এক অনুষ্ঠানে ভাষণদান প্রসঙ্গে রাজ্যপাল বলেন যে, সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের পুনর্ব্বাসনের জন্য বেশ কয়েক মাস, এমন কি তাহারও অধিক সময় লাগিবে। তিনি বলেন, "দুর্দ্দশার দিনে বন্যাক্রান্তদের সহায়তা করা বঙ্গের জনগণের দায়িত্ব।" বন্যাক্রান্ত জনগণের সাহায্যের জন্য নফর কুণ্ডু রোড ও চারিপাশের এলাকার অধিবাসি-গণ নগদ ২,০০০ টাকার অধিক অর্থ, বস্ত্রাদি এবং বিস্কুটের বাক্স প্রভৃতি দান করেন। ঐ অনুষ্ঠানের আয়োজন তাঁহারাই করেন। রাজ্যপালের আবে-দনের উত্তরে ঐ স্থানেই ছোট ছোট চাঁদা হিসাবে ২৩০৲ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। জাতীয় উন্নয়ন সঙ্ঘ, বঙ্গীয় পল্লী সংস্থান সমিতি এবং মেসার্স জে ষ্টোন, বেহালা ফ্যাক্টরীর কর্ম্মিবৃন্দ এবং উহার হেড অফিসের কর্ম্মিবৃন্দ প্রমুখ বিভিন্ন সংস্থার ও ব্যক্তিগত দান প্রদত্ত হয়।

এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে শ্রীমতী নাইডু ঐ অঞ্চলের অধিবাসিগণের কার্য্যের প্রশংসা করেন এবং বন্যার্ত্তদের ত্রাণকার্য্যে সাহায্যদানের জন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জানান। এই প্রসঙ্গে তিনি কতিপয় বন্যা-ক্লিষ্ট জেলায় তাঁহার পরিদর্শন সম্পর্কে সংক্ষেপে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে, ইতিপূর্ব্বে তিনি কখনো "কেন্দ্রীভূত মনুষ্য দুর্গতির" এরূপ দৃশ্য দেখেন নাই। দিনের পর দিন এবং রাত্রির পর রাত্রি নারী, পুরুষ ও শিশুরা বৃক্ষশীর্ষে থাকিয়া জীবন রক্ষা করিয়াছেন। রাজ্যপাল বলেন যে, এখন বন্যার জল নামিয়া যাইতে থাকিলেও প্রাকৃতিক দুর্য্যোগের দ্বারা ক্লিষ্ট নরনারীগণের জন্য খাদ্য, আশ্রয়, পরিচ্ছদ ঔষধ এবং সর্ব্বোপরি তাঁহাদের পুনর্ব্বাসনের ব্যবস্থা প্রয়োজন। সরকার যথাসাধ্য করিতেছেন। কিন্তু সরকারী প্রচেষ্টার পরিপূরক হিসাবে বেসরকারী সংস্থাসমূহের সাহায্য আবশ্যক। বন্যার জল নামিয়া যাওয়ার পর মহামারী আরম্ভ হইতে পারে বলিয়া তিনি আশঙ্কা করেন। মহামারী নিবারণের জন্য বন্যার্ত্তগণকে অতিরিক্ত পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ করা আবশ্যক।

এই জাতীয় দুর্দিনে অগ্রসর হইয়া আসিবার জন্য এবং ক্লিষ্ট জনগণের সাহায্যার্থ সম্ভবপর সকল সাহায্য প্রদান করিবার জন্য রাজ্যপাল পশ্চিম বঙ্গের জনগণের নিকট আবেদন জানান।

মুখ্যমন্ত্রীর বন্যাত্রাণ কার্য্যের জন্য দান প্রাপ্তি

পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বন্যা-ত্রাণ কার্য্যের জন্য যে সকল দান পাইয়াছেন সেগুলির মধ্যে আছে—

ক্যালকাটা ফ্লাওয়ার মিলসের অংশীদার শ্রীকালী-চরণ ভকত ৫,০০০৲ টাকা দিয়াছেন।

ক্যালকাটা ফ্লাওয়ার মিলসের অংশীদার শ্রীঘন-শ্যামদাস ভকত ৫০ মণ পাউরুটি প্রদান করিয়াছেন।

হিন্দ টিন ইণ্ডাষ্ট্রিসের অংশীদার শ্রীবিশ্বনাথ কায়াল ৭৫১৲ টাকা দিয়াছেন।

পশ্চিম বঙ্গ ময়দা কল মজদুর কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শ্রীনবজ্যোতি বর্ম্মণ ময়দা কলের কর্ম্মিগণের পক্ষ হইতে ৫০১৲ টাকা প্রদান করিয়াছেন।

নিউ ইণ্ডিয়া ফ্লাওয়ার মিলসের অংশীদার শ্রীনানালাল সাউ ৫,০০০৲ টাকা দিয়াছেন।

মহাবীর ফ্লাওয়ার মিলসের অংশীদার শ্রীতুলসী-রাম সাউ ৫,০০০৲ টাকা দিয়াছেন।

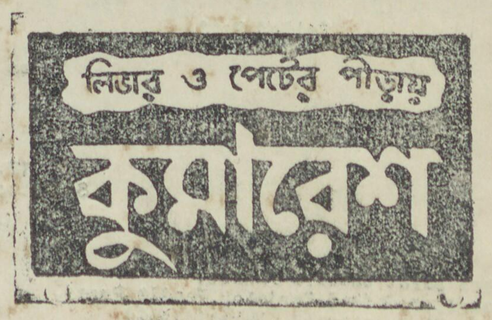

পশ্চিম বঙ্গের রাজ্যপাল
ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের
উদ্বাস্তু তহবিলে

"জঙ্গিপুর সংবাদে"র প্রতিষ্ঠাতা শ্রীশরৎচন্দ্র পণ্ডিত মহাশয় যে টাকা দিয়াছিলেন তন্মধ্যে চারিখানি রসিদের ফটো ব্লক (মিনিয়েচার) দেওয়া হইল।

D.O.No 5030G
SECRETARY TO THE GOVERNOR
WEST BENGAL
Calcutta,
3rd November, 1952

Dear Sir,

The Governor desires me to acknowledge receipt of a sum of Rs.50/-(Rupees fifty)only donated by you to his Refugee Relief Fund and to convey his sincere thanks for the same.

Yours faithfully,
P.B.Sen Gupta
(P.B.Sen Gupta)
Dy.Secry.to the Governor.

Sri Sarat Chandra Pandit,
Jangipur Sangbad Karjayloy, Pandit Press,
P.O. Raghunathganj, Murshidabad.

D.O. No. 350-G.
SECRETARY TO THE GOVERNOR
WEST BENGAL
Calcutta,
17th January, 1953.

Dear Sir,

I am desired by the Governor to acknowledge receipt of a sum of Rs.25/- remitted by you and to convey his sincere thanks for this contribution towards his Refugee Relief Fund.

Yours faithfully,
H.C.Sen
(H.C.Sen)
Secretary to the Governor.

D.O.No. 6406 G.
SECRETARY TO THE GOVERNOR
WEST BENGAL
Calcutta,
9th December, 1952.

Dear Sir,

The Governor desires me to acknowledge receipt of a sum of Rs.32/-(Rupees thirtytwo) sent by you and to convey his sincere thanks for this contribution towards his Refugee Relief Fund.

Yours faithfully,
H.C.Sen
(H.C.Sen)
Secry.to the Governor.

Shri Sarat Chandra Pandit,
Jangipur Sambad Karjaloy, Pandit Press,
P.O. Raghunathganj, (Murshidabad)

D.O No. 1189-G.
SECRETARY TO THE GOVERNOR
WEST BENGAL
Calcutta,
27th February, 1953.

Dear Sir,

I am desired by the Governor to acknowledg receipt of a sum of Rs.45/-(Rupees fortyfive) remitted by moneyorder and to convey his sincere thanks for this contribution towards his Refugee Relief Fund.

Yours faithfully,
H.C.Sen
(H.C.Sen)
Secry.to the Governor.

Shri Sarat Chandra Pandit,
Jangipur Sambad Karyalaya,
Pandit Press, P.O. Raghunathganj, Murshidabad.

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ৯ই নভেম্বর ১৯৫৯

১৯৫৯ সালের ডিক্রীজারী

৭৫ খাং ডিঃ সমরেন্দ্রনাথ রায় দিং দেং মহিবুল্লা সেখ দিং দাবি ৪৭ টাকা ২৫ নঃ পঃ থানা সুতি মৌজে রাতুরি ৩-৮৯ শতকের কাত ২৫৸/৫ আঃ ৩০৲

৭৬ খাং ডিঃ ঐ দেং আবদুল গোফুর সেখ দিং দাবি ৬১ টাকা ২৪ নঃ পঃ মৌজাদি ঐ ৩.৮৯ শতকের কাত ২৫৸/৫ আঃ ৩০৲ খং ২৬

১০০ খাং ডিঃ ঐ দেং আব্বাস সেখ দিং দাবি ৩৪ টাকা ৫৫ নঃ পঃ থানা ঐ মৌজে বংশবাটী ৮-২৫ শতকের কাত ১২৷৵০ আঃ ২০৲ খং ২৮১

৮৪ খাং ডিঃ অর্দ্ধেন্দুশেখর নাথ দিং দেং ধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় দিং দাবি ২৩ টাকা ৩১ নঃ পঃ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে নিজ বাঘা ১০৭ শতকের কাত ৩৩ আঃ ১০৲ খং ১৯৮

১৫৫ খাং ডিঃ দিগম্বর চট্টোপাধ্যায় দেং অবিনাশচন্দ্র সরকার দাবি ২৮ টাঃ ২৮ নঃ পঃ থানা ও মৌজে রঘুনাথগঞ্জ ৩ শতকের কাত ৫৲ আঃ ৫৲ খং ৯০৫

২৭ মনি ডিঃ আনন্দ মণ্ডলানী দেং গণপতি মণ্ডল দাবি ৪৯৸/৯ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে দিয়ার রণীনগর ৪৩ শতকের মধ্যে ২১½ শতকের কাত ১৵০ আঃ ২৫৲ খং ৪৮

৩২ মনি ডিঃ ধরমচাঁদ সেরাওগী দেং কার্ত্তিকচন্দ্র সাহা দাবি ১৫৫ টাকা ৭৮ নঃ পঃ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে কাটনাই ১-১৬ শতকের কাত ৩৷৬ পাই আঃ ১০০৲ খং ২৬ রায়ত স্থিতিবান স্বত্ব ২নং লাট থানা ঐ মৌজে কুলরী ১-৪৬ শতকের কাত ২৷৵৪ পাই আঃ ৫০৲ ঐ স্বত্ব

১৬ খাং ডিঃ অমিয়মোহন রায় দিং দেং রমণীরঞ্জন দাস দাবি ৫৯ টাকা ৪০ নঃ পঃ থানা ও মৌজে রঘুনাথগঞ্জ ১৪ শতকের কাত ১১৸/০ আঃ ১০৲ খং ৫৯১

১০৩ খাং ডিঃ তারাপদ রায় দেং ভুজঙ্গভূষণ দাস দিং দাবি ৪৩৩ টাকা ১২ নঃ পঃ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে তেঘরি ৮২ শতকের কাত ২৷৵০ হারাহারি আঃ ১২৫৲ খং ৫০২

৮ মনি ডিঃ তসলেমা খাতুন বিবি দেং মঃ হাসেন আলী সেখ দাবি ২৯১ টাকা ৫৩ নঃ পঃ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে জরুর ১৮ শতক জমি আঃ ১০০৲ খং ৬৪

২৪ মনি ডিঃ রুস্তম আলী বিশ্বাস দেং মুনুরুদ্দিন পাইকার মৃতান্তে ওয়ারিশ গোলাব হোসেন পাইকার দিং দাবি ১২৯৫ টাকা ৯ নঃ পঃ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে সেকন্দরা ৫৯ শতকের কাত ২৮/৬ আঃ ১০৲ খং সাবেক ১১৮ হাল ১১৫৩ উক্ত জমির মধ্যে দেন্দারের ½ অংশ ১৫ শতক নিলাম হইবে।

২নং লাট থানা ঐ মৌজে গিরিয়া মধ্যে ২৮ শতক জমির কাত ৸/৬ পাই তন্মধ্যে দেন্দারের অর্দ্ধাংশ ১৫ শঃ

৪৭ মনি ডিঃ সুশান্তকুমার সরকার দেং জঙ্গলচন্দ্র বারিক দাবি ১৩২ টাকা ৪০ নঃ পঃ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে তুবড়া ২৩ শতকের কাত ৩৸১৭৷০ আঃ ২০৲ ২নং লাট মৌজাদি ঐ ৯৮ শতকের কাত ১৫/১৫ আঃ ২০৲

৬৩ খাং ডিঃ অমানো বর্ম্মণ্যা দেং সত্যরঞ্জন দে ওরফে পটলচন্দ্র দে দাবি ২৪ টাকা ২৫ নঃ পঃ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে নসিপুর ৪-২৯ ডেঃ জমির হারাহারি খাজনা ১৪৲ আঃ ১০৲ খং ২৩৬ স্থিতিবান স্বত্ব

৬৭ খাং ডিঃ ঐ দেং অরবিন্দুনাথ রায় দিং দাবি ২৬ টাকা ৩১ নঃ পঃ থানা ঐ মৌজে চক কুতুবপুর ৪-৮৮ ডেঃ জমির কাত হারাহারি খাজনা ১১৵০ আঃ ১০৲ খং ৬১ ঐ স্বত্ব

৭১ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ১৭ টাকা ৫৬ নঃ পঃ থানা ঐ মৌজে নসিপুর ৮৬ ডেঃ জমির কাত নিজাংশ ৩৸৪ আঃ ১০৲ খং ২৪৮ ঐ স্বত্ব

৭২ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ১৭ টাকা ৮২ নঃ পঃ মৌজাদি ঐ ২-৮০ ডেঃ জমির কাত বাষিক ৫৵১০ নিজাংশ ৪৵২ আঃ ১০৲ খং ২৪৭ ঐ স্বত্ব

১৯৫৭ সালের ডিক্রীজারী

৪ মনি ডিঃ সরোজমোহন মজুমদার দেং সুধাংশুভূষণ মজুমদার দাবি ৫৩৯ টাকা ৮৯ নঃ পঃ থানা সুতি মৌজে জগতাই ৩-২৮ শতকের কাত ৮।২ আঃ ২০০৲ খং ৩৪৬ দেন্দারের অর্দ্ধাংশ মৌরসী মোকররী স্বত্ব ২নং লাট মৌজাদি ঐ ২-৭৯ শতকের কাত ৬।৵১০ আঃ ৫০৲ দেন্দারের অর্দ্ধাংশ খং ৩৪৪ ঐ স্বত্ব ৩নং লাট থানা সমসেরগঞ্জ মৌজে রাধানগর ১২-২৩ শতকের কাত ১০৸৩ আঃ ১০০৲ দেন্দারের অর্দ্ধাংশ খং ৬১২ ৪নং লাট থানা সুতি মৌজে জগতাই ৬৮ শতকের কাত ৬৲ আঃ ১০০৲ খং ৩৯৭ ৫নং লাট মৌজাদি ঐ ১-৪৯ শতকের কাত ৫৲ আঃ ৩০৲ দেন্দারের ½ অংশ খং ১৬৫ ৬নং লাট থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে ছোটকালিয়াই ১-৪৫ শঃ কাত ৪৲ আঃ ২০৲ দেন্দারের ½ অংশ খং ৭৪

ফুটবল খেলায়
জঙ্গীপুর উচ্চতর মাধ্যমিক (মাল্‌টি) বিদ্যালয়ের কৃতিত্ব

জঙ্গীপুর উচ্চতর বহুমুখী বিদ্যালয় মুর্শিদাবাদ জেলা আন্তঃবিদ্যালয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় সেমি ফাইনাল খেলায় সাদিখান দিয়ার উচ্চতর বহুমুখী বিদ্যালয়কে ২-০ গোলে পরাজিত করিয়া ফাইনালে উন্নীত হয়। শেষ খেলায় জিয়াগঞ্জের নিকট ২-১ গোলে পরাজিত হইলেও ইহার কয়েকটি খেলোয়াড়ের খেলায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। এই বৎসর মুর্শিদাবাদ জেলা আন্তঃবিদ্যালয় ফুটবল দল গঠনে এই স্কুলের খাইরুল, শৈলেন, রথীন ও দীনেন স্থান লাভ করে। মুর্শিদাবাদ দল প্রাদেশিক প্রতিযোগিতার শেষ খেলায় মধ্য কলিকাতা দলের নিকট পরাজিত হইয়াছে। এই মুর্শিদাবাদ দল গত বৎসর Championship লাভ করে। সেই খেলায় জঙ্গীপুর স্কুলের খাইরুল, শৈলেন ও রথীন অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। এই বৎসর সর্ব্বভারতীয় আন্তঃস্কুল ফুটবল প্রতিযোগিতায় পশ্চিম বঙ্গ প্রাদেশিক আন্তঃস্কুল ফুটবল দলে জঙ্গীপুর স্কুলের ছাত্র শ্রীশৈলেনকুমার চৌধুরী স্থান লাভ করিয়াছে। জঙ্গীপুর মহকুমা আন্তঃস্কুল সংস্থা এই প্রকারের সম্মান এই প্রথম লাভ করিল। শ্রীমান্ বিমানযোগে আগরতলা রওনা হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১৬ই নভেম্বর ১৯৫৯

১৯৫৯ সালের ডিক্রীজারী

২৬ খাং ডিঃ কঃ ম্যাঃ মনোরঞ্জন সেন দেং অনিলকুমার সাহা দিং দাবি ৭৫।৬ থানা সাগরদীঘি মৌজে সাউনদীঘি ৬-১০ শতকের কাত ৪৩৷৵০ আঃ ৫০৲ খং ১৭

৩১ খাং ডিঃ ঐ দেং মণীন্দ্রনাথ তেওয়ারী দিং দাবি ২০৷৵৬ মৌজাদি ঐ ৮৮ শতকের কাত ৫৵০ আঃ ১০৲ খং ৬৭।১৮

৩৫ খাং ডিঃ সেবাইত গোবিন্দদাস নাথ দেং প্রশান্তকুমার রায় নাবালক দিং পক্ষে অলিমাতা ও স্বয়ং কৃষ্ণকনক রায় দাবি ৯১ টাকা ২৫ নঃ পঃ থানা সমসেরগঞ্জ মৌজে অনুপনগর ১৮ শতক জমি আঃ ৭০৲ খং ৬৯২।৬৯৬।১৬ ২নং লাট থানা ঐ মৌজে দেওনাপুর জমি ১৯৫৪ শঃ খং ২ হইতে ১১নং

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম : "আর্টইউনিয়ন" টেলিফোন : বড়বাজার ৪১১

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, ব্যাঙ্ক, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি
সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

* * *

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত
ইলেকট্রিক সলিউসন
— দ্বারা —
মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ-

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১৷৷০ টাকা ও মাশুলাদি ১৶০ এক টাকা তিন আনা।

সোল এজেণ্ট :—**ডাঃ ডি, ডি, হাজরা**
ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

শ্রীঅরুণ

কমার্শিয়াল আর্টিষ্ট ও ফটোগ্রাফার
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

ফটো তোলা, ফটো ওয়াশ, প্রিণ্ট ও এন্‌লার্জ করা, সিনেমা শ্লাইড তৈরী প্রভৃতি যাবতীয় কাজ এবং নানাপ্রকার ছবি ও সূচীকার্য্য সুন্দররূপে বাঁধান হয়।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।